এই গবেষণা পত্রটির শিরোনাম **'নৈরাজ্যের নন্দন : হাংরি 'প্রজন্মের' সাহিত্য'**। ছয়-এর দশকের একটি বিশেষ সাহিত্য আন্দোলন তথা 'হাংরি আন্দোলন' আমাদের গবেষণার মূল কেন্দ্র। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চায় নৈরাজ্য বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। শিল্প সাহিত্যের আলোচনায় নন্দনতত্ত্ব ও একটি পরিচিত বিষয়। হাংরি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই দুটি বিষয়কে আমরা একসঙ্গে দেখার চেষ্টা করেছি। হাংরি আন্দোলনে নৈরাজ্যের প্রবণতা সাহিত্য ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নন্দন তৈরি করতে পারে কিনা তার সন্ধানই এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য। নৈরাজ্য বিষয়ক দার্শনিক চর্চার পাশাপাশি এই আন্দোলন কীভাবে অন্যতম সাহিত্যিক নৈরাজ্যের উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে সেই বিশ্লেষণের দিকেই আমাদের গবেষণা পত্র এগিয়েছে।

'হাংরি' শব্দটির অর্থ 'ক্ষুধা' অথবা 'ক্ষুৎকাতর' অথবা 'ক্ষুধার্ত'। এই নিয়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট অনেকেই বিভিন্ন মত ও তত্ত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিচারে এর পাশাপাশি 'জেনারেশন' শব্দটি ও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে, বিশেষত ছয় এবং সাতের দশকে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের একটা গোটা প্রজন্ম যেভাবে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি এবং সিনেমায় প্রথাবিরুদ্ধ কাজ, প্রতিষ্ঠানকে না মানার এবং নতুন কিছু কথা বলে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তাতে আমাদের পর্যবেক্ষণ, একটা গোটা প্রজন্মই আসলে নতুন সৃষ্টির ক্ষুধা নিয়ে এই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। তাই শিরোনামে আমরা 'প্রজন্ম' শব্দটিকে ব্যবহার করেছি। বাংলা সাহিত্য পড়ার যে তথাকথিত নান্দনিক বোধ বা সৌন্দর্যচেতনা, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই সাহিত্য আন্দোলন কোনো নতুন সৌন্দর্যবোধের ধারণায় পৌঁছতে পারল কিনা, আমাদের গবেষণার এই মূল লক্ষ্য।

আলোচ্য গবেষণাকর্মের প্রস্তাবিত প্রথম অধ্যায় **'নৈরাজ্য : ধারণা, ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা'**। এই অধ্যায়ের দুটি উপবিভাগ — প্রথম ভাগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি নৈরাজ্য সম্পর্কিত দার্শনিক ধারণার কিছু অংশ এবং গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু নৈরাজ্যের ধারণার প্রবক্তার কথা। দ্বিতীয় উপবিভাগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ১৯৬১-

’৬২-র ‘হাংরি জেনারেশন আন্দোলন’-এর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নৈরাজ্যের আর কী কী দৃষ্টান্তকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

আমাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় অধ্যায় **‘নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন ও চর্চার ইতিহাস’**। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে সাধারণভাবে যে ধারণা প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের পাঠকৃতির অভ্যাসে আছে, তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই অধ্যায়ের প্রথম উপবিভাগে আমরা পেশ করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় উপবিভাগে পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে নন্দনতত্ত্ব চর্চার ধারা বিশদে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় **‘হাংরি জেনারেশন : ইতিহাস ও সাহিত্য’**। এই অধ্যায়টিতেও দুটি উপবিভাগ — প্রথমটিতে আমরা হাংরি জেনারেশনের ইতিহাসের রূপরেখা তৈরি করছি।এই আন্দোলন সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, ইস্তেহার, মামলা-মোকদ্দমা এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষের মতামত সংক্রান্ত পারস্পরিক বিতর্ক এই উপবিভাগটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যের নমুনা হিসেবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষের কবিতা ও গদ্যের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা হাজির করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় **‘হাংরি জেনারেশন : নৈরাজ্যের নন্দন’**। এই অধ্যায়ে আমরা অনুসন্ধান করেছি যে শেষ পর্যন্ত হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য কর্মগুলি নৈরাজ্যময় কোনো সৌন্দর্য তৈরি করতে পারল কি? চিৎকৃত অসুন্দরের কোন্ সৌন্দর্য, সাহিত্যের ইতিহাসে বা ধারায় হাংরি জেনারেশন উপজাত কবিতা বা গদ্যগুলো রেখে গেল ?

আমাদের প্রস্তাবিত পঞ্চম তথা শেষ অধ্যায় **‘হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : উত্তরকালে প্রভাব’**। ১৯৬১-’৬২-র পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে একাধিক গল্প ও কবিতা বা গদ্য আন্দোলনকে আমরা সূচিত হতে দেখি যেখানে তথাকথিত নৈরাজ্যময় প্রবণতা, নতুন কথা বলার অথবা আবহমান ধারণাকে ভেঙে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক তৈরি করার প্রেরণা জুগিয়েছিল।